"অনির্বাণ"

(Episode No. 06 - India Ethos & Practices on SD Episodes)

"সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষ থেকে দেবব্রত নাথ

রোহন (২০ বছর)	ছাত্র
বিনয় (৫০ বছর)	রোহনের বাবা, চাকুরিজীবি
রঞ্জনা (৪৫ বছর)	রোহনের মা, গৃহবধূ
কর্ণজিৎ (২০ বছর)	রোহনের বন্ধু, ছাত্র
আয়ুষ্মান (২০ বছর)	রোহনের বন্ধু, ছাত্র

(কলেজের ক্যান্টিন, ছাত্রছাত্রীদের হৈচৈ, গান, গল্প .....)

কর্ণ : আয়ুষ্মানটা কোথায় বলতো ? আধঘণ্টা হলো, পরীক্ষা শেষ হয়েছে, গেলো কোথায় ?

রোহন : দ্যাখ্ কোথায় কার সাথে বক্‌বক্ করছে, সারাক্ষণ বকর, বকর।

কর্ণ : ব্যাটা কিন্তু খোঁজ রাখে অনেক কিছুর, বকে মজা আছে ওর সঙ্গে।

রোহন : সে আর বলতে – বিদ্যের জাহাজ একেবারে।

কর্ণ : কিন্তু আমার তো খুব ক্ষিদে পাচ্ছে, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করি বলতো ?

রোহন : এক কাজ কর, তুই তিনজনের খাবার নিয়ে আয়, আমি বসে আছি, ও ঠিক এসে যাবে।

কর্ণ : কি খাবি বল ?

রোহন : তোর যা ইচ্ছা আন, দ্যাখ কি আছে

কর্ণ : যাই দেখি ..... ওই যে বাবু আসছেন।

রোহন : কি রে, কোথায় ছিলি ?

আয়ু : আর বলিস না, S. D. স্যার পাকড়েছিলেন, পরীক্ষা কেমন হল, সেসব খোঁজ নিচ্ছিলেন।

রোহন : এদিকে তো আমরা ক্ষিদেয় মরছি। বল কি খাবি ?

আয়ু : দ্যাখ, মোমো আছে কিনা .....

কর্ণ : তোরা বস্ আমি খাবার আনছি।

(সঙ্গীত)

কর্ণ : কপাল ভালো মোমো পাওয়া গ্যাছে।

আয়ু : বাঁচালি, পেটে আগুন জ্বলছিল .....

রোহন : (খেতে খেতে) আঃ ..... দারুণ, দারুণ !

কর্ণ : আস্তে, আস্তে, জীবটা পোড়াবি নাকি !

আয়ু : আরে, রোহন, আস্তে খা, তোর ভাগে কম পরবেনা।

রোহন : না বাবা, তোদের বিশ্বাস নেই।

একসাথে : হা ..... হা ..... হা

(সঙ্গীত)

কর্ণ : উফ্, শান্তি, যা ক্ষিদে পেয়েছিল।

রোহন : যা বলেছিস, পরীক্ষাও শেষ, এখন কটা দিন সত্যি শান্তি।

আয়ু : পরের সেমেস্টারের পড়া শুরু করতে হবে।

কর্ণ : রাখ্, তোর সেমেস্টার, এখন এক সপ্তাহ মজা করবো, সিনেমা দেখবো আর ঘুমবো।

আয়ু : আরে, সিনেমা তো আমিও দেখবো।

রোহন : আমাকে তো আবার কালকেই ছুটতে হবে, তোরা মজা কর।

কর্ণ : আবার কোথায় যাবি ?

রোহন : আর বলিস্ না বাবার শরীরটা ভালো নেই, আর অফিসেও খুব কাজের চাপ, এদিকে জ্যেঠুও তো বারবার ফোন করছে। কীসব জমিজমার ব্যাপার আছে। বাবা তাই আমাকে গিয়ে খোঁজ নিতে বলছে।

কর্ণ : তুই কি একাই যাচ্ছিস ?

রোহন : আর কাকে পাবো বল ?

আয়ু : আচ্ছা, আমরাও তো তোর সঙ্গে যেতে পারি।

রোহন : আরেব্বাস ! সত্যি যাবি ? চলনা, চলনা, খুব মজা হবে।

কর্ণ : আমিও যাবো, আমার গ্রাম দেখতে খুব ভালো লাগে।

রোহন : আচ্ছা, তোদের বাড়ি থেকে যেতে দেবে তো ?

আয়ু : তুই কি কালই ফিরবি ?

রোহন : মনে হয় না কাল ফেরা হবে। পরশু সকালেই ফিরে আসবো।

কর্ণ : একবার কাকিমাকে বলনা, আমার মাকে ফোন করতে।

আয়ু : আমার মাকেও।

রোহন : বলবো, মাও খুশি হবে, তোরা সঙ্গে গেলে। এখন চল্। বেরিয়ে পড়ি, অনেক দেরি হয়ে গেল।

কর্ণ ও আয়ু : হ্যাঁ হ্যাঁ চল।

(সঙ্গীত)

[বাড়ির বসার ঘর, T.V. তে সংবাদপাঠের কণ্ঠ]

বিনয় : কাল, আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়, তাহলে .....

রোহন : মা, তুমি কর্ণ আর আয়ুষ্মানের মাকে ফোন করেছিলে ?

রঞ্জনা : এইরে, একদম ভুলে গেছি, এখুনি করছি .....

[হ্যালো হ্যালো .....] প্রস্থান

রোহন : বাবা, বাসেই যাই তাহলে .....

বিনয় : সেই ভালো, স্টেশন থেকে নেমে গ্রামের বাড়ি অনেকটা রাস্তা, যানবাহন পাওয়াও যায়না, বেশিরভাগ সময়।

রঞ্জনা : (প্রবেশ) ফোন করেছি রে, কোন অসুবিধা নেই ওদের, ওরা তোর সাথে যাবে। কাল সকালে আটটার মধ্যে ওরা এখানে এসে যাবে, বাসে যাবি তো ?

রোহন : আমার সেটাই ইচ্ছা। আর বাবাও তাই বলছে।

রোহন : আচ্ছা বাবা, আমার কাজটা কী বলতো ? জ্যেঠুর সঙ্গে তোমার সব কথা হয়েছে তো ?

বিনয় : ফোনে তোর জ্যেঠু কি বলল ঠিক সবকথা বুঝতে পারিনি, যেইটুকু বুঝলাম জমি বিক্রির ব্যাপার আছে, মনে হয়।

রঞ্জনা : জমি বিক্রি ! সেকি ! ভিটে মাটি সব যাবে নাকি ! একি অলক্ষণের কথা।

বিনয় : না, না, যেটুকু বুঝলাম, দাদা মনে হয় মাঠে চাষের জমি বিক্রির কথা বলছে। ভিটে মাটি বিক্রি করতে যাবে কোন দুঃখে ?

রোহন : আমি কি করবো ?

বিনয় : বলছি, বলছি, মন দিয়ে শোন। আগে জ্যেঠুর কথা ভালো করে শুনবি, দ্যাখ যদি মাঠের জমি বিক্রির কথা বলে, বলবি বাবার কোন আপত্তি নেই, ভালো দাম পেলে এই জমি বিক্রি করা যেতেই পারে। তবে জ্যেঠুকে বলবি, দামের ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে, তারপর না হয় জ্যেঠু আর আমি ঠিক করব।

রোহন : ঠিক আছে, বাবা।

রঞ্জনা : জমিটা তাহলে বিক্রি করে দেবে ?

বিনয় : এই জমি রেখে আর লাভ কি ? দেখাশোনার লোক নেই। দাদারও বয়স হয়েছে। বেহাত হয়ে যাওয়ার থেকে বিক্রি করে দেওয়া ভালো।

রঞ্জনা : দ্যাখো, যা ভালো মনে হয় কর। এখন খাওয়ার ঘরে চলো।

রোহন : হ্যাঁ মা, খেতে দাও।

(সঙ্গীত)

[দ্বিতীয় দিন ..... সকাল]

রঞ্জনা : তোরা আর দেরি করিসনা, বাস পাবিনা

রোহন : হ্যাঁ মা, আমরা তৈরি, বাবা কোথায় গেলে ?

বিনয় : এই যে এসে গেছি, তোরা সব রেডি ?

সবাই একসাথে : হ্যাঁ, আমরা একদম রেডি।

বিনয় : তাহলে আর দেরি করিসনা, বেরিয়ে পড়।

রোহন : চলরে, সবাই, মা, আসছি, বাবা এলাম।

কর্ণ ও আয়ু : কাকু আসছি, কাকিমা আসছি। (একসাথে)

বিনয় : এসো বাবা।

রঞ্জনা : সব সাবধানে যাবি, পৌঁছে ফোন করবি, দুর্গা দুর্গা .....

(সঙ্গীত)

[বাস স্ট্যান্ড, গাড়ির হর্ন, মানুষের কোলাহল]

রোহন : চল বাসে গিয়ে বসি, এখনই বাস ছাড়বে।

কর্ণ : টিকিট নিয়েছিস ?

রোহন : হ্যাঁ ভালো সিট পেয়েছি, তিনজন একসাথে।

আয়ু : আমি কিন্তু জানলার ধারে।

রোহন : তাই হবে চল। এই যে আমাদের সিট, চোদ্দ, পনেরো, ষোলো ....., বসে পড়, বসে পড়।

কর্ণ ও আয়ু : বাসটা দারুণ রে, জার্নিটা মনে হয় ভালই হবে।

(সঙ্গীত)

[বাস চলার শব্দ, রাস্তার কোলাহল]

আয়ু : এই সকালেও যানজট, শহরটায় যা শব্দের অত্যাচার, এখান থেকে বেরোলে বাঁচা যায়।

রোহন : এখনও আধঘণ্টা ধরে নে, শহরটা তো দিনদিন চারপাশে বেড়েই চলেছে।

কর্ণ : সত্যি, এই ইট, কাঠ, কংক্রিটের জঙ্গল ..... আর ভালো লাগেনা।

আয়ু : একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ?

কর্ণ : মানে ?

আয়ু : মানে আবার কি ? শহরে জীবনের সব স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, বিলাস ভোগ করা আমাদের মুখে এই ধরণের কথা তো ভণ্ডামির নামান্তর।

কর্ণ : ভণ্ডামি কেন ? আমি তো বললাম এই শহরে জীবনে ক্লান্ত লাগে, হাঁফিয়ে উঠি,

আয়ু : মানছি, কিন্তু আমরা কি পারব এইসব বিলাসিতা ছাড়তে ?

কর্ণ : চেষ্টা করে দেখলেই হয়, ... দ্যাখ, বাইরে শহরটা ফুরচ্ছে আস্তে আস্তে, বাতাসটা কিছুটা হাল্কা, গাছপালা বাড়ছে, দেখ, দুদিকে সবুজে চোখের আরাম হচ্ছে। আমার তো কি ভালো লাগছে .....

আয়ু : ভালো তো আমারও লাগছে। কিন্তু আমি এই দুদিনের ভালো লাগার কথা বলছি না, আমি বলছি পারবো আমরা শহরে বাঁচার অভ্যাস পাল্টাতে ?

রোহন : জানিস, আমি প্রায় বছর খানেক পর গ্রামে যাচ্ছি। কিন্তু সবকিছুই এত তাড়াতাড়ি পাল্টে যাচ্ছে না ..... দেখ, শহর ছাড়িয়ে এতটা চলে এলাম, আমরা কিন্তু যতই এগোই না কেন, বইতে পড়া সেই ছায়াসুনিবিড় গ্রাম আর কোথাও বেঁচে নেই, তুই যে শহরে বিলাসের কথা বলছিস না, সে সবের অনেক কিছুই খুব তাড়াতাড়ি গ্রাম জীবনেও ঢুকে পড়ছে।

কর্ণ : এর একটা অন্য দিক ও আছে। .....

রোহন : মানে ?

কর্ণ : সময়ের সাথে সাথে মানুষের জীবনধারা তো পালটাবেই, সেটাই তো স্বাভাবিক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক, আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান তো পালটাবেই, তাই না ? এটাকে শহরে বিলাসিতার সংক্রমণ বলাটা কি ঠিক ?

রোহন : সবটাই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার .....

কর্ণ : সেটা তো কেউ অস্বীকার করবে না, আধুনিক জীবনযাত্রার সুফল, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুবিধাগুলো যদি শুধু শহরেই আটকে থাকে, সেটা তো আমাদের স্বার্থপরতা আর সেটা তো সঠিক উন্নয়ন নয়, উন্নয়নের অসাম্য।

আয়ু : দাঁড়া, দাঁড়া, তোর কথার মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে না ?

কর্ণ : একথা কেন বলছিস ?

আয়ু : একদিকে শহুরে জীবনে তুই ক্লান্ত, গ্রাম তোকে দূষণমুক্ত, সবুজ সরল জীবনের লোভ দেখায়। অন্যদিকে চাইছিস উন্নয়নের সাম্য – আর সেটা যদি ঘটে ..... আর

ঘটছেও অনেকটা – তাহলে তো দূষণহীন সবুজ সুন্দর গ্রাম বলে তো আর কিছুই থাকবে না একদিন ..... উন্নয়নের সঙ্গী যে দূষণ; যে পরিবেশ বিপর্যয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন, খুব তাড়াতাড়ি তা সবকিছুকে গ্রাস করে নেবে।

রোহন : সত্যি, যেভাবে মানুষের সংখ্যা, মানুষের চাহিদা বাড়ছে, গ্রাম বলে, সবুজ বলে একদিন আর কিছুই থাকবে না।

কর্ণ : স্বীকার করছি, শহরের জীবন আমাদের ক্লান্ত করে।

আয়ু : বল্ থামলি কেন ?

কর্ণ : ধর, চেষ্টা করে তুই আমি, আমরা কজন পারলাম শহরে জীবন, প্রবল ভোগ বিলাসিতার জীবন কিছুটা ছাড়তে ..... কিন্তু সময় তো আর পিছনদিকে ছুটবে না ..... সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের রথ তো ছুটবেই .....

আয়ু : আর তার ষ্টীম রোলারের চাকায় পিষে দেবে পরিবেশ, জীব বৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র, আবহাওয়ার ছন্দ, বিলুপ্ত হবে একের পর এক প্রাণিকূল, কোটি কোটি টন জীবাশ্ম, জ্বালানির তাপ, আর কালো ধোঁয়া, পৃথিবীটাকে একটা কালো আগুনের গোলা করবে, মেরুর সব বরফ গলবে সমুদ্রের জলস্তর বাড়বে, একটার পর একটা সুনামি, সামুদ্রিক ঝড় তছনছ করবে আমাদের পৃথিবীটাকে .....

রোহন : আয়ুষ্মান একটু ভুল হচ্ছে তোর .....

আয়ু : মানে ?

রোহন : হবে, কথাটা বলিস না, যে বীভৎস পৃথিবীর কথা তুই বলছিস, সেটা কি শুধুই ভবিষ্যতের কথা ?

আয়ু : ঠিকই ধরেছিস, একদম ঠিক, ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, বিধ্বংসী প্রাকৃতিক

বিপর্যয় কেড়ে নিয়েছে বহু প্রাণ, ধ্বংস হয়ে গেছে বহু জনপদ, এখনও সতর্ক হলে কিছুটা বিপর্যয় আটকানো সম্ভব হয়তো .....

কর্ণ : সতর্কতার প্রথম ধাপ তো লোভ সংবরণ। পারব কি আমরা প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক সব বিলাসিতা ত্যাগ করতে ? আরও আরাম, আরও বিলাসের নিত্যনতুন প্রলোভনের ফাঁদ যেভাবে দিনদিন ছড়াচ্ছে ..... কটা মানুষ পারবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে আজকের লোভকে জয় করতে ?

রোহন : ঠিকই বলেছিস ..... লোভ আর পণ্যের বাজার আধুনিক পণ্যসভ্যতা আমাদের যেসব উপকরণের লোভ দেখাচ্ছে তার অনেক কিছু ছাড়াই কিন্তু দিব্যি সুস্থ, সুন্দর জীবনযাপন করা সম্ভব .....

আয়ু : হ্যাঁ, আর এই প্রত্যেকটা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের জন্য কি নিদারুণ মূল্য চোকাতে হচ্ছে আমাদের পরিবেশকে, প্রকৃতিকে .....

কর্ণ : প্লাস্টিক আর বৈদ্যুতিক বর্জ্যে ভরে গেছে পৃথিবীটা ..... তবু বিরাম নেই নিত্যনতুন পণ্যের .....

রোহন : তাহলে কি সত্যিই একদিন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ..... এই তথাকথিত উন্নয়ন সবকিছুকে ধ্বংস করবে .....

আয়ু : আজকাল একটা কথা খুব শোনা যাচ্ছে জানিস,

রোহন ও কর্ণ : কি কথা ? (একসাথে)

আয়ু : Sustainable Development বাংলা করলে হবে সুস্থায়ী উন্নয়ন এরকম কিছু।

রোহন ও কর্ণ : হ্যাঁ, আমরাও শুনেছি কথাটা (একসাথে)

আয়ু : শুনেছিস তো বটে – কোন ধারণা আছে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ?

কর্ণ : বিশেষ কিছু নয়

রোহন : (হাসি) আমরা তো গ্রামে যাচ্ছি। আমি একটা গ্রাম্য কথা জানি, আমার মনে হয় আজকালকার পণ্ডিতেরা এই ধরণের কথা থেকেই Sustainable Development এই সব কথা বলছে।

আয়ু : কথাটা কি ?

রোহন : 'গাছ বাঁচিয়ে ফল খাও'

আয়ু : যা বলেছিস।

কর্ণ : একদম ঠিক, হা – হা – আচ্ছা, বাসটা থামল কেন ?

রোহন : দেখি, দেখি, কোথায় এলাম ..... ও এখানে তো বাসটা কিছুক্ষণ থামবে, তা তোরা নামবি নাকি ?

কর্ণ : চল একটু নামা যাক।

রোহন : তোরা চা-টা কিছু খাবি ?

আয়ু : শুধু জল, দে বোতলটা দে।

কর্ণ : আমিও তাই, শুধু জল।

রোহন : চল্ নামা যাক।

আয়ু : যাই বলিস না কেন ..... বাতাস কিন্তু এখানে এখনও অনেক হাল্কা, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিই।

কর্ণ : হ্যাঁ, সত্যি আর শহরের অসহ্য গরমটাও নেই।

রোহন : এই যে দোকানপাটগুলো দেখছিস না, কিছু বছর আগেও এখানে শুধুই চাষের মাঠ ছিল, রাতারাতি সব কেমন পাল্টে যাচ্ছে, দেখ .....

আয়ু : দ্যাখ, দ্যাখ, চারপাশে কত মোবাইল টাওয়ার .....

রোহন : উন্নয়ন, উন্নয়ন রে, রুখবি কি করে ?

কর্ণ : রোখা যাবে না ..... যদি কিছুটা ভারসাম্য রাখা যেত .....

রোহন : কিসের ভারসাম্য ?

কর্ণ : প্রকৃতির, পরিবেশের .....

রোহন : আমি তো তেমন কোন আশা দেখিনা, লোভ সাংঘাতিক, জানিনা, ঐ সুস্থায়ী উন্নয়ন কি বস্তু ! আমার তো মনে হয় এটা একটা সোনার পাথরবাটি।

আয়ু : সুস্থায়ী উন্নয়নের সমালোচকরাও ঠিক এই কথাটা বলেন। তাঁদের মতে এই ধারণা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা রাজনীতি, জীবাশ্ম জ্বালানির মতো যে সব সম্পদ নতুন করে তৈরি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই আর যার ভাঁড়ার অতি ব্যবহার শেষ হয়ে আসছে সেসব পূর্ণবিকরণের অযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে এই ধ্রনা অর্থহীন।

রোহন : আর অন্যান্য ক্ষেত্রে ? তোর মত কি ?

আয়ু : দ্যাখ, ব্যক্তিগতভাবে তো আমি জীবাশ্ম জ্বালানির সম্পূর্ণ বিপক্ষে, যদিও এটাও আমি জানি যে আমার ভাবনা দিবাস্বপ্ন। কিন্তু অন্যদিকে এটাও ঠিক যে পূর্ণবিকরণযোগ্য বিকল্প শক্তির সম্ভাবনাও প্রবল। তাছাড়া সুস্থায়ী উন্নয়ন তো শুধু জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রেই নয় – এটা প্রকৃতি, পরিবেশ মানুষ – এইসব কিছুকে নিয়ে একটা অত্যন্ত গঠনমূলক পরিকল্পনা যেখানে বাঁচো এবং বাঁচতে দাও।

রোহন : বিদেশে শুনছি এসব নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে।

আয়ু : এটাই আমাদের সমস্যা, কথায় কথায় আমরা বিদেশের দিকে মুখ ফেরাই। চল্ বাসে ওঠা যাক।

রোহন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আয় কর্ণ।

কর্ণ : তুই যেন কি বলছিলি ?

রোহন : ঐ তো বিদেশ .....

আয়ু : হ্যাঁ, বিদেশের কথা তো, নিজেদের দিকে আগে দ্যাখ।

রোহন : ঠিক বুঝলাম না।

আয়ু : বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের কথা জানিস ?

কর্ণ : এরা আবার কারা ?

আয়ু : দ্যাখ, ১৯৮৭ সালে রাষ্ট্রসংঘের World Commission on Environment and Development Brundtland Report এই নামের বিখ্যাত রিপোর্টে সুস্থায়ী উন্নয়নের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রকাশিত হয় তার বহু যুগ আগে আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের নানা চিন্তা ও চর্চা চলে আসছে। সত্যি বলতে কি প্রাকৃতিক উৎসগুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখেও প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাপন আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রোহন : তুই বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের কথা কি বলছিলি ?

আয়ু : রাজস্থানের খেজারলি বলে এক গ্রামে এই বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের মানুষেরা গাছের জন্য প্রাণ দিয়েছিল।

কর্ণ : সত্যি ?

আয়ু : যোধপুরের দুর্গ নির্মাণের জন্য রাজার আদেশে সৈন্যসামন্তরা খেজারলি গ্রামে যায় গাছ কাটতে। গ্রামবাসীরা বাধা দেয়। অমৃতাদেবী নামে এক মহিলা গাছ কাটতে বারণ করেন, কিন্তু সৈন্যরা সে কথায় কান দেয়না, তখন অমৃতাদেবী ও অন্যান্য বাসিন্দারা গাছগুলোকে

জড়িয়ে ধরে, সৈন্যরা সেই অবস্থাতেই গাছ কাটতে থাকে, প্রাণ যায় অনেক মানুষের।

কর্ণ : আমি গাড়োয়াল হিমালয়ের চিপকো আন্দোলনের কথা শুনেছি। সেখানেও গৌরীদেবী ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা ঠিকাদারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরত।

আয়ু : এটাই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে কিছু জঙ্গল আছে। যেগুলোকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'দেববন', আর এই বনগুলোকে তারা পবিত্র বলে মনে করে। সুতরাং সেইসব বন তারা কোনোভাবে ধ্বংস করেনা। এমনকি শুনে অবাক হবি যে মেঘালয়ের জয়ন্তী পাহাড়ে তিরিশ একর জায়গা জুড়ে 'রাভলা – বালাই' বলে যে পবিত্র বন আছে, জুতো পায়ে সেখানে কেউ ঢুকতে পারেনা।

কর্ণ : দারুণ ব্যাপার তো।

আয়ু : তোরা হয়তো ধর্মে বিশ্বাস করবিনা, কিন্তু দ্যাখ, যা ভয়ে হয়না, কখনো কখনো তা ভক্তিতে হয়। এইযে আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রাণীকে দেবদেবীদের বাহন হিসেবে পুজো করা হয়। বিভিন্ন নদীকে পুজো করা হয় ..... এটাকে তো আমরা প্রাণী ও জল সংরক্ষণের একটা পন্থা বলে ধরে নিতে পারি।

রোহন : এর আবার খারাপ দিকও কিছুকিছু আছে।

আয়ু : হ্যাঁ, মানছি, এই যেমন পুজোর নামে গঙ্গা নদীর যা দশা হয়েছে .....

কর্ণ : সেটা ঠিক।

আয়ু : কুসংস্কারের দিকটা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে দেখবো যে আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু বহুকাল আগে থেকেই উদ্ভিদ, প্রাণী ও জল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। এমনকি দূষণ শব্দটাও যখন সৃষ্টি হয়নি তার বহু যুগ আগে থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা

বলে আসছে ..... কি রে রোহন ?

রোহন : উঠে পড়, আমরা এবার নামবো।

কর্ণ ও আয়ু : চল্, চল্ (একসাথে)

(সঙ্গীত)

রোহন : চল্, ঐ যে একটা রিস্কা আছে। এখান থেকে মিনিট কুড়ি লাগবে।

কর্ণ : রিস্কা, চল্ চল্ দারুণ মজা লাগবে।

আয়ু : বসে পড়ি, এ তো রিস্কা ভ্যান, বা ! বা !

রোহন : বসেছিস, তোরা, হ্যাঁ ভাই, চল্ পলাশপুর।

কর্ণ : সত্যি রোহন, আয়ুষ্মান যা বলল বেশ ভাবার কথা।

রোহন : আশ্চর্য, এসব বিষয়ে আমরা কোনোদিন ভাবিনি।

আয়ু : এটাই তো আমাদের দুর্বলতা। আমরা আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, এসব ব্যাপারে আমরা কতটা অজ্ঞ, তাই না ?

কর্ণ : লজ্জা দিস্ না ভাই।

আয়ু : লজ্জিত তো আমাদের সকলের হওয়া উচিত। আমাদের পৃথিবী যে আজ ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন, অথচ কত সরল সহজ পথ দেখানো ছিল আমাদেরই চারপাশেই, অথচ কীভাবে আমরা মুখ ফিরিয়েছিলাম ..... সিকিম হিমালয়ের দেমাজং এবং অরুণাচল প্রদেশের আপাতান দেখিয়ে দিয়েছে ঐতিহ্যগত পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থায়ী উন্নয়নের কাজে লাগানো যায়।

কর্ণ : তাহলে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যে পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণে ব্যবহার হচ্ছে না তা নয়।

আয়ু : তা ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত কম এবং খুব বিক্ষিপ্তভাবে এই যেমন মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলার মেন্ধা গ্রাম, ১৯৮৭ সালেই ঐ গ্রামের মানুষেরা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের কাজ নতুন উদ্যমে শুরু করেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জঙ্গলের কোন বাণিজ্যিক ব্যবহারের অনুমোদন না দেওয়ার। এছাড়াও তারা নিজেরাই জঙ্গল থেকে বিভিন্ন অ-বাণিজ্যিক উপাদান সংগ্রহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। জঙ্গলে আগুন লাগানো, বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে। ভূমিক্ষয় রোধে কার্যকারী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরাই নিজেদের পরিবেশ সংরক্ষণে সব সিদ্ধান্ত নেয়, যদিও বাইরের জগতের খবরাখবরও তারা রাখে।

কর্ণ : আশা তাহলে শেষ হয়ে যায়নি।

আয়ু : দেরি হয়ে গেছে যদিও ..... কিন্তু আশা ছাড়লে হবেনা। ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞার সাথে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবনগুলো যেমন – সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার, বায়ুশক্তির ব্যবহার যদি বাড়ানো যায়, আর সর্বোপরি মানুষ যদি সচেতন হয় তাহলে হয়তো আবার পৃথিবীটা বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

রোহন : হ্যাঁ, সবার জন্য বাসযোগ্য হয়ে উঠবে; মানুষের উদ্ভিদকূলের, জীবকুলের সকলের জন্য ..... দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাই, এসে গেছি।

কর্ণ ও আয়ু : এসে গেছি, চল্ চল্ (একসাথে)

(সঙ্গীত)

Ref:- i) Wikipedia.org

ii) Main Stream Weekly. (Vol XLVI, No. 25) Bharti Chjibber

iii) Vigyanprasar.gov.in